ইসলামে বায়‘আত

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

বি. এ (হাদীছ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ); উচ্চতর ডিপ্লোমা (ইসলামী আইন, রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থা); এম. এ (ইসলামের ইতিহাস ও নবী ﷺ-এর জীবনচরিত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

মাকতাবাতুস সালাফ

প্রকাশকের কথা

ইমারাত ও বায়আত ইসলামের অতি জরুরী বিষয়গুলোর একটি। আমীরুল মুমিনীনের হাতে বায়আত করা এবং তার আদেশে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়া মুসলিমদের চিরন্তন ঐতিহ্য ও গর্বের বিষয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে এই লকবগুলো ব্যবহারের যথোপযুক্ত পরিবেশ যেমন নাই, তেমনি লকবগুলোর অপব্যবহারেরও অভাব নাই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মেডিটেশন-ইয়োগা বা ধ্যানকে কেউ যদি ছালাত বলে, তাহলে ছালাতের যেমন অপমান হয়; তেমনি দশজন মিলে একটি কমিটি করে তার আমীর হয়ে মানুষের বায়আত নিলে এবং ইমারাত ও বায়আতের হাদীছগুলোকে সেই দশজনের দলের জন্য প্রয়োগ করলে এই সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ শারঈ পরিভাষারও অপমান হয়। ইমারাত ও বায়আত কোনো খেলনা শব্দ নয় যে, একই দেশে শত দল থাকবে, শত ইমারাত থাকবে আর শতজন বায়আত নিবে। আরো দুঃখ ও কষ্টের বিষয় হচ্ছে, যারা এই ধরনের হাদীছগুলোকে অপব্যবহার করছেন এবং এই শারঈ পরিভাষাগুলোর অপমান করছেন তারা চোরের মায়ের বড় গলার মতো সিনাজুরি করে যাচ্ছেন। তাই যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে বায়আতের মতো স্পর্শকাতর এই বিষয়ে মানুষের আক্বীদা ও ঈমানকে পরিশুদ্ধ করতে এবং শারঈ পরিভাষার সঠিক ব্যবহার শিখানোর মাধ্যমে তার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে সম্মানিত লেখক এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি লিপিবদ্ধ করেন।

সম্মানিত লেখক আব্দুল আলীম ইবনে কাউছার আল-মাদানী একজন অতি যোগ্য ও সিদ্ধহস্ত লেখক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মাসিক আল-ইতিছামের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তার যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে তিনি

অতি চমৎকারভাবে দালীলিক বায়আতের মতো বিতর্কিত বিষয়ের ইলমী সমাধান প্রদান করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, বইটি ফেতনায় পরিপূর্ণ এই যুগে মানুষের কাছে সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে, ইনশা-আল্লাহ! আমরা দু'আ করি মহান আল্লাহ বইটিকে কবুল করুন এবং সম্মানিত লেখককে উত্তম বিনিময় দান করুন- আমীন!

ভূমিকা

বায়‘আত ছাড়া ইমামত ও খেলাফত বা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। আর ইমামত, খিলাফত বা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশ ও জনগণের কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে, তা খুব সহজেই অনুমেয়। বায়‘আত ছাড়া জনগণের শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি সবকিছুই অধরা রয়ে যাবে। বায়‘আত ও ইমামত ছাড়া সমাজে অন্যায়-অনাচার, যুলম-অবিচার, ফেতনা-ফাসাদের কালো মেঘ নেমে আসবে। বায়‘আত ও খিলাফত ছাড়া মানুষের অধিকারসমূহ ভূলুণ্ঠিত হবে। মানুষের জান, মাল ও সম্মানের হানি হবে। বায়‘আতের মাধ্যমে স্থিতিশীল পরিবেশের অবর্তমানে বহু সংখ্যক মানুষ বন্য হয়ে যাবে। এটা ছাড়া ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদসহ শরী‘আতের নানা দণ্ডবিধি ও হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না; নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে মহান আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না। মু‘আমালাত বা দুনিয়াবী লেনদেনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হবে। এককথায়, দুনিয়াবী শান্তি ও পরকালীন মুক্তির রসদ বায়‘আত ও খিলাফতের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সেকারণে মহান আল্লাহ শাসকশ্রেণির আনুগত্য করতে বলেছেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের’ *(আন-নিসা, ৪/৫৯)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়‘আতের সর্বোচ্চ গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ‘যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে, তার কাঁধে কোনো বায়‘আত নেই, তার মৃত্যু হবে জাহিলী মৃত্যু’।[১]

---

[১] ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৭০, ২১৫৬১।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কিছু দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে এই বায়'আত নিয়ে আছে এক ধরনের ধোঁয়াশা ও বিভ্রান্তি। আরো দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন বিভ্রান্ত ছূফী তরীক্বা ও দল-মতের মাঝে বায়'আতের ব্যাপক চর্চা থাকলেও তার দুর্গন্ধ হাওয়া আমাদেরকেও স্পর্শ করেছে। ফলে বায়'আত সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীছগুলো এ অঞ্চলে খুবই নির্যাতিত (!) এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীছগুলো নিজেদের মতো করে ও নিজেদের পক্ষে ব্যাখ্যা করে অনেকেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, দেদারসে বায়'আত গ্রহণ করছেন! চারিদিকে মনে হচ্ছে বায়'আতের হিড়িক পড়েছে!

মূলত: বায়'আতসহ ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা সালাফে ছালেহীন থেকেই নিতে হবে আর কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করার মধ্যেই প্রকৃত ইসলাম নিহিত রয়েছে। এ লেখাটিতে বায়'আতের সঠিক ও নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে, যাতে ইসলামের সব ব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যা আমরা জানতে পারি ও মানতে পারি। সাথে সাথে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ভুল-ভ্রান্তিও দূর করতে পারি। আর সেটাই সবার ব্রতী হওয়া উচিত। এখানে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, দল বা মতকে আঘাত দেওয়া মোটেও উদ্দেশ্য নয়। অন্তরের খবর আমার রবই ভালো জানেন।

মহান আল্লাহ এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন। আমীন!

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা	০৫
ভূমিকা	০৭
বায়‘আতের সংজ্ঞা	১০
বায়‘আতের প্রকার	১২
বায়‘আত গ্রহণ ও ভঙ্গের বিধান	১৫
বায়‘আত সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত ও হাদীছ এবং সেগুলোর উদ্দিষ্ট ব্যাখ্যা	১৯
বায়‘আতের শর্ত	২৮
বায়‘আতের পদ্ধতি	২৯
বায়‘আত গ্রহণের অধিকার কার?	৩১
সরকার ছাড়া কোনো জামা‘আত, দল, সংগঠন, প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা অন্য কেউ বায়‘আত নিতে পারবেন কিনা?	৩৪
মুসলিমদের একক খলীফা ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানের বায়‘আত নেওয়া কি বৈধ নয়?	৪৬
বায়‘আত গ্রহণকারী বিভিন্ন দল, জামা‘আত, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বায়‘আত গ্রহণের পক্ষে যুক্তি ও তার খণ্ডন	৫৪
মুসলিম শাসকের জন্য জনগণের করণীয়	৬১
জনগণের প্রতি শাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭১

বায়'আতের সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থে বায়'আত (اَلْبَيْعَةُ) শব্দটি বায়'উন (بَيْعٌ) মূলধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ- ক্রয়-বিক্রয় করা, চুক্তি বা শপথ করা। যেন চুক্তি সম্পন্নকারী উভয় পক্ষ পরস্পরের কাছে নিজের জিনিসটি বিক্রি করে দেয়, আনুগত্য হস্তান্তর করে, নিজেকে উজাড় করে দেয়।[২]

পরিভাষায়- এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক ইবনে খালদূন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, أَنَّ اَلْبَيْعَةَ هِيَ اَلْعَهْدُ عَلَى اَلطَّاعَةِ كَأَنَّ اَلْمُبَايِعَ يُعَاهِدُ أَمِيرَهُ عَلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ اَلنَّظَرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ لَا يُنَازِعُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَيُطِيْعُهُ فِيْمَا يُكَلِّفُهُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَكَانُوْا إِذَا بَايَعُوا الْأَمِيْرَ وَعَقَدُوْا عَهْدَهُ جَعَلُوْا أَيْدِيَهُمْ فِيْ يَدِهِ تَأْكِيْدًا لِلْعَهْدِ فَأَشْبَهَ ذَلِكَ فِعْلَ اَلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَسُمِّيَ بَيْعَةً 'আনুগত্যের চুক্তি, শপথ বা অঙ্গীকারকে বায়'আত বলা হয়। যেন বায়'আতদাতা তার আমীরকে এমন অধিকার দিচ্ছে যে, তিনি তার ও মুসলিমদের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখবেন। এ ব্যাপারে সে আমীরের বিরুদ্ধাচরণ করবে না; বরং সুখে-দুখে তার অনুসরণ করবে। তারা যখন আমীরের কাছে শপথ করতো, তখন চুক্তিকে জোরদার করার জন্য তাদের হাতকে আমীরের হাতে রাখতো, ঠিক ক্রেতা-বিক্রেতার মতো। একারণেই একে বায়'আত বলা হয়'।[৩]

বায়'আতের উক্ত সংজ্ঞা ও অন্যান্য সংজ্ঞা থেকে এর যে মর্মার্থ দাঁড়ায়, তা হচ্ছে- গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে হাত রেখে সুখে-দুখে তাকে মেনে

---

[২] ইবনু মানযূর, লিসানুল আরাব (বৈরূত: দারু ছাদের, প্রকাশকাল: ১৪১৪ হি.), ৮/২৬।

[৩] ইবনে খালদূন, তারীখ ইবনে খালদূন, (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ: ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.), পৃ: ২৬১।

চলার অঙ্গীকার করবেন, সাধারণ জনগণও দূর থেকে তাঁকে সমর্থন করবেন এবং মেনে চলবেন। অপরপক্ষে, রাষ্ট্রপ্রধানও কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চলবেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব আমানতের সাথে পালন করবেন এবং দেশ ও জনগণের অধিকার রক্ষায় কাজ করবেন। এই যে মেনে নেওয়া ও পরস্পর পরস্পরের অধিকার রক্ষার প্রতি সচেষ্ট থাকা- মূলত এটাই বায়‘আতের মর্মকথা।